# †cm wiwjR

## K‡j ivi wUKv Dbq‡b AvBwmwWwWAvi,we-i wbevnx cwiPvj‡Ki 'wcÝ gwn‡`vj ci¯‹vi' jvf

### XvKv, 07 †deqwi 2019

আইসিডিডিআর,বি-র নির্বাহী পরিচালক এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর জন ডি. ক্লেমেন্স (Professor John D Clemens) জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদানের জন্য প্রিন্স মাহিদোল পুরস্কার পেয়েছেন। তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী কলেরার টিকা উদ্ভাবন এবং বিশ্বব্যাপী এ টিকার সফল বিস্তারের স্বীকৃতিস্বরুপ এই সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেন।

সুইডেনের গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইয়ান আর. হোমগ্রেন (Professor Jan R Holmgren) এ পুরস্কারের অপর বিজয়ী। এই পুরস্কারটি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় স্বীকৃতি। থাইল্যান্ডের প্রয়াতঃ প্রিন্স মাহিদোলের নামানুসারে প্রতিবছর এই পুরুস্কার প্রদান করা হয়। প্রিন্স মাহিদোল থাইল্যান্ডের আধুনিক মেডিসিন এবং জনস্বাস্থ্যের জনক হিসেবে খ্যাত।

প্রফেসর ক্লেমেন্স এবং প্রফেসর হোমগ্রেন দীর্ঘদিন যাবত আইসিডিডিআর,বি-র সাথে সম্পৃক্ত এবং তিন দশকের বেশি সময় ধরে তাঁরা মুখে খাওয়ার কলেরার টিকা (ওসিভি) নিয়ে কাজ করে চলেছেন। বিগত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের নির্বাচনে তাঁরা এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন এবং গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদেরকে পুরুস্কৃত করা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে পুরুস্কৃত করেন প্রিন্স মাহিদোল ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং থাইল্যান্ডের রাজকুমারী মাহা চক্রী সিরিন্ধর্ন। মানব জাতির কল্যানে নিরাপদ, কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং আন্তর্জাতিকভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত মুখে খাওয়ার এই কলেরার টিকা উদ্ভাবন এবং তার বিস্তারের জন্য তিনি প্রফেসর ক্লেমেন্স এবং তার সহকর্মীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে আইসিডিডিআর,বি-র উপনির্বাহী পরিচালক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ নাজমুল কাওনাইন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি আইসিডিডিআর,বি, বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ মিলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের মাঝে দ্রুততম সময়ে প্রায় দশ লক্ষ ডোজ কলেরার টিকা প্রদান করে। যা বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম কলেরা টিকা দান কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত। এই দূরদর্শী টিকাদান কার্যক্রম সফল হওয়ায় রোহিঙ্গাদের মাঝে সম্ভাব্য কলেরার মহামারী প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

আশির দশকে প্রফেসর হোমগ্রেন এবং গোথেনবার্গ ইউনিভার্সিটির সহকর্মীরা মিলে মুখে খাওয়ার প্রথম কলেরার ভ্যাকসিন ডুকরাল আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে প্রফেসর ক্লেমেন্স বাংলাদেশের চাঁদপুরের, মতলবে ওসিভির প্রথম গবেষণা করেন। তাতে তিনি দেখান যে ওসিভি নিরাপদ এবং টিকা গ্রহণের তিন বছর পর্যন্ত কার্যকরী। এই গবেষণার ফলাফল ওসিভি ডুকরালকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছাড়পত্র পেতে এবং ৫০ টি দেশে আন্তর্জাতিক লাইসেন্স অর্জনে সহায়তা করে।

২০১০ সালে হাইতিতে ব্যাপকভাবে কলেরার মহামারী হয়, সেসময় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাঝে কলেরা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় এ টিকার প্রয়োজনীয়তা আরও ব্যাপক ভাবে উপলব্ধ হয়। এসময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কলেরা মহামারী রোধে ওসিভি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়, ফলে ২০১৩ সালে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারের জন্য ওসিভির মজুদ শুরু করা হয়। এই মজুদ থেকে এ পর্যন্ত তিন কোটি ষাট লক্ষ টিকা ১০০ টি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০ টি দেশে প্রদান করা হয়েছে।

সাশ্রয়ী মূল্যে এই টিকা উৎপাদনের জন্য বর্তমানে আইসিডিডিআর,বি স্থানীয় ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানি এর কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহযোগিতা করছে। এতে স্থানীয়ভাবেই কলেরার টিকার চাহিদা মেটানো সহ বিশ্বের অন্যান্য কলেরা প্রবণ দেশেও এই টিকা রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

প্রফেসর ক্লেমেন্স এ পুরস্কার প্রাপ্তিতে আইসিডিডিআর,বি এবং বাংলাদেশের প্রতি তার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, "কলেরার টিকা উদ্ভাবনে আইসিডিডিআর,বি, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।" তিনি বলেন, " প্রিন্স মাহিদোল পুরস্কারটি এই টিকার প্রসারে এক নতুন মাত্রা যোগ করলো। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই স্বীকৃতি আমাদের চলমান প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করবে।"

তিনি বলেন, "একটি জনগোষ্ঠীর ষাট শতাংশ মানুষকে কলেরার টিকা দিলে সেই জনগোষ্ঠীর সবাই কার্যকরভাবে সুরক্ষা পেতে পারে। আমরা মনে করি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০৩০ সালের মাঝে কলেরা নির্মূলের রোডম্যাপ বাস্তবায়নে কলেরার টিকা বিশেষ ভূমিকা রাখবে।"

প্রিন্স মাহিদোল ফাউন্ডেশন প্রতিবছর জনস্বাস্থ্য এবং মেডিসিন এই দু'টি বিভাগে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ব্যক্তি অথবা কোন প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। প্রতিটি পুরুস্কারের সাথে একটি মেডেল, একটি সনদ এবং এক লক্ষ মার্কিন ডলার দেয়া হয়।

##